নির্ধারিত কাজ-০২ [**একীভূত শিক্ষা- EDBN:2402**]

“বিদ্যালয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরিতে বৃহৎ পরিসরে ও সীমিত পরিসরে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন যুক্তিসহ বর্ণনা করুন।”

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা আনয়নে করণীয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা আনয়নে উল্লেখযোগ্য কিছু করণীয় নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. জেন্ডার সমতা আনয়নে কে.শলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মাধ্যমিক শিক্ষায় যদিও জাতীয়ভাবে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে, কিন্· অঞ্চলভেদে কিংবা বিশেষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিবন্ধী মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কম। তাই জেন্ডার সমতা আনয়নে কে.শলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় মূলত জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে বিরাজমান ইস্যু বা সমস্যা চিহ্নিত করে এবং তা সমাধানের পথ নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। জেন্ডার সমতা আনয়নে স্SEPনীয় পর্যায়ে কে.শলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং উন্নয়নের সকল কর্মকান্ডে জেন্ডার বিষয়টিকে একটিপৎড়ংং-পঁঃঃরহম রংংঁব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২. জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৩ বাস্তবায়ন এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। জেন্ডার বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং জেন্ডার সমতা আনয়নে বর্তমানে ৩৭৯টি কিশোর কিশোরী ক্লাব সক্রিয় রয়েছে। এই কর্ম-পরিকল্পনায় মধ্যমমেয়াদে বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কার্যক্রমের বিষয়টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম ও সংখ্যা সম্প্রসারণ, এবং পারিবারিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতাভিত্তিক চর্চা অনুসরণের কার্যক্রম গ্রহণের টার্গেট গৃহীত হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ১৭.৭নং লক্ষ্য “গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে...নারীর সমান

অধিকার নিশ্চিত করা" অর্জনে বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষা উপবৃত্তির পরিধি বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে নারীর স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জেন্ডারভিত্তিক ডাটাবেইজ সৃষ্টি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালুর কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা আনয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যাতে তারা সফলভাবে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সাথে বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা আনয়নে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় নারী উন্নয়ন কাউন্সিল'কে গতিশীল করা যেতে পারে। নারী উন্নয়নে কর্ম-পরিকল্পনাসম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানে সরকার প্রধানের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই কাউন্সিলটি গঠিত হয়েছে, যার অধিকাংশ সদস্যই উচ্চ-মর্যাদার সম্মানিত সদস্য। বিপরীতক্রমে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, স্বীয় ব্যস্ততার জন্য তাঁরা কাউন্সিলের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন না।

৪. সচেতনতা বৃদ্ধি ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও গোড়ামি অনেক ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকারপ্রতিষ্ঠায় বাধা হিসেবে কাজ করে। তাই মানুষের ভ্রান্ত ধারণাকে দূরীকরণে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীদেরকে যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তার যথাযথ প্রচার করতে হবে। ইসলাম ধর্মে হাদীসে বর্ণিত আছে- "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত", অথবা "প্রত্যেক নর-নারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা ফরয"। আবার হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে- "নারীরা শক্তির মূল আধার"। এসব ধর্মীয় বাণী অপরিবর্তিত অবস্থায় এবং সঠিক উপায়ে সমাজের মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে।

৫. জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা আনয়নে জেন্ডার সংবেদনশীল বিদ্যালয় ভবন নকশা ও গুতরি করতে হবে। এজন্য জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো গুতরিতে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এ জন্য কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অবকাঠামোর জেন্ডার প্রেক্ষিত এবং নারীর চাহিদা বিবেচনায় রেখে অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা দরকার। এ জন্য কারিগরি ও প্রকৌশল বিদ্যায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে বিমেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে অবকাঠামো নকশা, আর্কিটেকচার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বৃত্তি প্রদানসহ

নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কারিকুলামে জেন্ডার বিষয়টিঅন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারিগরি শিক্ষায় জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ করতে হবে।

৬. বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ায় এবং চলাচলকে নিরাপদ ও বাধামুক্ত করা নারীর নির্বিঘ্ন চলাচলের ব্যবস্[SEP]া করা। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য জেন্ডারবান্ধব পরিবহনের ব্যবস্[SEP]া করা। জেন্ডার ইস্যুতে গণসচেতনতা ৃতরিতে নারীদের এগিয়ে আসা। স্বীয় অধিকার সম্পর্কে নারীদেরকে সচেতন করে তোলা।

৭. নারীদের সম-মর্যাদা আদায় ও জেন্ডার সমতা আনয়নে নারীর ভূমিকা পালন জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেই সবার প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। কেননা নিজেরা সচেতন না হলে, নিজের উন্নয়ন নিজে না ভাবলে সমাজে সম-অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নারীদের যাবতীয় অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া নারী জাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।" নারীকেই স্বীয় শিক্ষার দ্বারা আত্মশক্তি জাগ্রত করতে হবে। যে কোন ৃবষম্যের বিপক্ষে প্রতিবাদ করা শিখতে হবে। নারীকে তার অধিকার আদায় ও নারীর প্রতি সহিংতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। সংস্..তে একটি শ্লোক আছে: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য পরাণ নিবেদত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি। অর্থটা এরকম:'ওঠো, জাগো, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই প্রাপ্ত হয়ে উদ্বুদ্ধ হও'। নারীকেও জেগে উঠতে হবে। স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নারীকেই সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। তাদের সচেতন হতে হবে, সামাজিকতার দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখা যাবে না। নারীর প্রতিপ্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সমাজে পুরুষের সমমর্যাদায় নিয়ে আসতে ভূমিকা নারীদেরকেই রাখতে হবে। নারী-সমস্যা সমাধানের জন্য নারীকেই ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেরাই স্ব-জাতির সংকট উত্তরণে প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে রাজ▸নতিক দলসমূহ এবং প্রচার মাধ্যমগুলোকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্[SEP]্য, প্রশিক্ষণ এবং মানসিক ও সাংস্..তিক বিকাশের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, "জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা- উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া আইস। অগ্রসর হও। ঐ শুন "মোয়াজ্জিন" আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান

ধ্বনি, আলাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? আর ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবহে সাদেক- মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা নানাবিধ সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে- তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, তাঁহারা ডাক্তার, দার্শনিক, ‣বজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধান সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা, কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হইতেছে-আমরা বঙ্গনারী গৃহ-কারাগারে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছি। আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।" [সুবেহ সাদেক, অগ্রন্িত প্রবন্ধ, (রোকেয়া-রচনাবলী, পৃ- ২৪১)]। বেগম রোকেয়ার এই আহ্বান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথা জেন্ডার সমতা আনয়নে নারীকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তিনি নারীদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেছেন, "পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই-যাহাতে মস্তিস্.. ও মন উন্নত হয়।আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্তউন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইবে।" [বোরকা, মতিচুর, প্রথম খন্ড (রোকেয়া-রচনাবলী, পৃ-৪৫)]

৮. পরিবারের ভূমিকা পরিবার থেকে নারী নির্যাতনবিরোধী সংস্..ৃতি গড়ে তুলতে হবে। নারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। বিদ্যমান সংস্..ৃতিতে যে সকল বিদ্বেষমূলক আচরণ কটূক্তি আছে তা পরিবর্তন করতে হবে। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীর প্রতি ‣বষম্য ও নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্রকে ব্যবস্া গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চরিত্রের অপপ্রচার বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী নির্যাতন বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে যে সকল আইন বিদ্যমান রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারকে মেয়ে শিশুর মাধ্যমিক শিক্ষাকে ছেলে শিশুর শিক্ষার ন্যায় সম গুরুত্ব দিতে হবে। মেয়ে শিশুর বিভিন্ন সমস্যাসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মেয়ে শিশুকে শিক্ষায় উৎসাহ দিতে হবে।

৯. শিক্ষা ব্যবস্ায় সংস্..ার শিক্ষা ব্যবস্ায় জেন্ডার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রা অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য (সহস্রাব্দ লক্ষ্য-২) অর্জনে বাংলাদেশ পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্ত স্াপন করেছে। কয়েক দশকের ব্যবধানে প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার ৯৮.৭ (বালক-৯৯.৪ ও বালিকা-৯৭.২) ভাগে উন্নীত করেছে।

গুণগত শিক্ষার মান অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্[SEP]া যে.থভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নারীর বিদ্যালয় শিক্ষাকে অ▸বতনিক করেছে এবং শিক্ষার সুযোগের মূল্য ক্ষুদ্রতম মাত্রা পর্যন্ত হ্রাস করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্[SEP]া করেছে। অপরদিকে সকল শিক্ষার্থীর জন্য নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্[SEP]া করেছে। এছাড়া শিক্ষাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শ্রেণি শিক্ষণ–শিখনে গুণগত পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করছে। পাঠ্যপুস্তককে চার রং এর উন্নত কাগজে ছাপার ব্যবস্[SEP]া করেছে। সিলেবাস ও শিক্ষাক্রমের সময়োপযুগী সংস্..ার করেছে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয়ভাবে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার হার বাড়ানো এবং বিশেষ করে নারী শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়নে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমে জেন্ডার বিষয়টি গুরুত্বে সহিত সমন্বিত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে নারীর আইনগত ও রাজ▸নতিক অধিকার সংক্রান্ততথ্য সংযোজিত করতে হবে। শিক্ষাক্রমে নারীর ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে আরো সফল নারীদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষণ–শিখনে শিক্ষকদের জেন্ডার সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্[SEP]া করতে হবে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার ঙ্বষম্য অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে।

১০. বিদ্যালয় ব্যবস্[SEP]াপনা কমিটির ভূমিকা বিদ্যালয় ব্যবস্[SEP]াপনা কমিটি জেন্ডার সমতা আনয়নে নিয়মিত মনিটরিং করতে পারেন। মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিদ্যালয় নিয়মিত মা সমাবেশের আয়োজন করতে পারেন। এছাড়া করতে পারেন উদ্বুদ্ধকরণ সভা। স্[SEP]ানীয় পর্যায়ে নারীর মানবাধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে স্[SEP]ানীয় নারী ও পুরুষদের উদ্ধুদ্ধ করণে সভা আয়োজন করা যেতে পারে। বিদ্যালয় ব্যবস্[SEP]াপনা কমিটি ও শিক্ষকদের জন্য ‘জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা যেতে পারে।

১১. সামাজিক আন্দোলন ও দিবস উদযাপন নারী সমতা আনয়নে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতেবিদ্যালয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদয়াপন করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিতে নারী বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করতে হবে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ সমাজের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হবে। এই উদ্যোগে মাতাপিতাকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। নিম্নের দিবসসমূহ উপযাপন করা যেতে পারে।

ক. আন্তর্জাতিক নারী দিবস: ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করলে সমাজে নারীর সংগ্রাম ও অধিকারের প্রতি সচেতনতা গুতরিতে সহায়ক হবে। দিবসটি নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মজুরি ৮বষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলেছিল সরকারি লাঠিয়াল বাহিনীর দমন পীড়ন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। এরপর ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্তহয় ১৯১১ সাল থেকে নারীদের সম–অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে।

খ. আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস: গোটা বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবছর ১১ অক্টোবর তারিখে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করে। এই দিবসকে মেয়েদের দিনও বলা হয়। পৃথিবীজুড়ে লিঙ্গ ৮বষম্য দূর করতে ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর প্রথম এ দিবসটি পালন করা হয়। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনী সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও ৮বষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এ দিবসের সূচনা করা হয়।

গ. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস : ১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং এ বিশ্ব নারী সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হবে। এর প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এখন থেকে বিশ্বব্যাপী এই দিবস রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানসহ নারীর প্রতি সংবেদনশীল গ্রামীন নারীদের সম্মাননা প্রদান ও সমাজ উন্নয়নে তাদের অবদানের জন্য বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় গ্রামীণ নারীদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস জাতিসংঘ স্বীকৃত একটি দিবস হিসেবেপ্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হচ্ছে।

ঘ. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান ঘটানোর জন্য সচেতনতা ▸তরিতে প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর সারা বিশ্বে জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এই দিবসটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারীর প্রতি যে কোন সহিংসতা রোধে পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঙ. আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস (ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ডরফড়ঃি উধু): ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নিদারুণ নিঃসঙ্গতা ও কষ্টের মধ্যে থাকা বিশ্বের কোটি কোটি বিধবা মহিলার অধিকার ও সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৩ জুনকে আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস ঘোষণা করেছে। এই দিনটি উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিধবাদের প্রতি সামাজিক ▸বষম্য, কুসংস্..ারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা ও অর্থ▸নতিক বঞ্চনা নিশ্চিহ্ন করে, তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

চ. বেগম রোকেয়া দিবস: 'আমরা জড়ো অলংকাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ।' (সুবহে সাদেক, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে বেগম রোকেয়ার অবদানকে স্মরণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্[SEP]া গ্রহণে সচেতন করে তোলার জন্য বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা যেতে পারে। কেননা তিনি দেখিয়েছেন যে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং এটি হতে হবে নারী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে। তাইতো তিনি ভাগলপুরে প্রথমে মাত্র ৫জন ছাত্রী নিয়ে স্বামীর নামে ▸তরি করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্..ুল'। কিন্· পারিবারিক কারণে ভাগলপুরেটিকতে না পেরে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ সালে কলকাতায় মাত্র ৮জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্..ুলের কার্যক্রম শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন; "অন্ততঃ পক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই

বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা– যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ মাতা রূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়ই হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই, বরং তাদের বিশেষ কর্তব্য সাধন নিমিত্তে নারী রূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতিদেবতার মনোরঞ্জণের নিমিত্তে উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহার অন্ন, বস্ত্রের জন্য কাহারো গলগ্রহ না হয়। গভর্নমেন্ট এখন শিশু রক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভাল কথা, কিন্· প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।"

১২. নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও স্[SEP]ানীয় (কমিউনিটি) পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। জেন্ডার সমতার বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য গণমাধ্যম, বিশেষ করে মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, কমিউনিটি রেডিও এবং টেলিভিশনকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া জেন্ডার সচেতনতার বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিটি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্[SEP]া (যেমন এনজিও, আইএনজিও, কমিউনিটি সংস্[SEP]া) কর্তৃক উন্নয়নকৃত বা ঙতরিকৃত বিভিন্ন সচেতনতার ম্যাটেরিয়ালের তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তারের ব্যবস্[SEP]া করতে হবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে সহ–শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জেন্ডার বিতর্ক, জেন্ডার বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্..তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস প্রতিটিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদযাপন করতে হবে। দিবসগুলোতে বিশেষ আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমগ্রহণ করতে হবে। পুরুষদেরকে নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় উৎসাহী করতে হবে।

১৩. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতাবৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ প্রতিটিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি সহিংসতারোধে কার্যকরভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্ত্যক্তকরণ, যে.ন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে মহামান্য হাইকোর্টের যে.ন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে দিকনির্দেশনামূলক রায়ের বাস্তবায়ন ও পূর্ণাঙ্গ আইন করতে হবে। একটি নারীবাদী সংস্[SEP]া কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী নির্যাতন বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ২০০৯ সালে মহামান্য হাইকোর্ট একটি নির্দেশনামূলক রায় প্রদান করেছেন। মহামান্য হাইকোর্টের এই রায়ের বিশেষ ঙ্বশিষ্ট্য হল মেয়েদের উত্ত্যক্তকরণ এবং যে.ন হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে.ন নিপীড়নের সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করেছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বলেছেন, প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন এবং বিশেষ করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি থাকতে হবে। এই কমিটিগুলো কীভাবে করা হবে সেগুলো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং সেই কমিটি কি কাজ করবে সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

- আহসান, মোহাম্মদ তারিক; রহমান, মুহাম্মদ মাহবুবুর; মো: আনিসুজ্জামান, এবং ঙ্অত্রী চে.ধুরী (২০০২)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ও আমাদের করণীয় [জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে জাতীয় সমাজসেবা ভবন মিলনায়তন, আগারগাঁও, ঢাকায় আয়োজিত "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় উপস্[SEP]াপিত অন্যতম মূল আলোচনা প্রবন্ধ]। ঢাকা: জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম।
- রহমান, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর। (২০১৭)। Inclusive education aspirations:Exploration of policy and practice in Bangladesh secondary schools (নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব কেন্টাবারীতে শিক্ষায় ডক্টর অব ফিলোসফি বা পিএইচডি ডিগ্রীর অপ্রকাশিত থিসিস)। ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড: কলেজ অব এডুকেশন, হেলথ এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ইউসি।
- চে.ধুরী, মনসুর আহমেদ; নিরাফাত আনাম; এবং ঙ্অত্রী চে.ধুরী (২০০০)। বাংলাদেশের মে.লিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা। ঢাকা: গণ সাক্ষরতা অভিযান।

- Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). (2016). School Education. In M. Fashiullah, M.S. Alam & et.al. (Eds.). Bangladesh education statistics 2015 (Chap.3, pp.53-97). Dhaka: BANBEIS, Ministry of Education. Available at http://data.banbeis.gov.bd/
- Carruthers, A. (1996). Principles and policies for integration to inclission. In P. Foreman (Ed.). Integration and inclission in action (chap.2, pp.27-77). London:
- Harcourt Brace Company. De Pry, R.L. (2007). Council for exceptional children, division for early childhood. In C. R. Reynolds & E. Fletcher-Janzen (Eds.). Encyclopedia of special education (3rd Ed., pp. 559-560).
- Hoboken, NJ:John Wiley & Sons Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. (1991). Exceptional children: Introduction to special education. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Heward, W.L. & Orlansky, M.D. (1984). Exceptional children: An introductory survey of special education (2nd. Ed.). London: Charles E. Merrill.

এই কাজগুলো দ্বারা আপনার উপকার হয়ে থাকলে আপনার কাছে একটাই দাবী থাকবে- এই ওয়েবসাইটটিতে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে যাবেন। আপনার মতামত আমাদের কাজ করার উৎসাহকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে সহায়ক হবে। এই কাজের জন্য আপনার কোনো প্রকার অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে না।

নিজেকে পরোপকারি হিসেবে বিবেচনা করে থাকলে অবশ্যই অপরকে এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে বলবেন এবং তাদেরকেও তাদের মূল্যবান মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। ধন্যবাদ

এই লেখকের আরও কিছু ওয়েবসাইট লিংক:

www.cheapyshopify.com একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।

www.poorfund.org একটি দাতব্য সংস্থা যেখানে আপনি অংশগ্রহনের মাধ্যমে আপনি আপনার মধ্যে থাকা সুপ্ত পরোপকারি মনোভাবকে বিকশিত করতে পারেন।

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।

www.topleveldoctor.com বিশ্বের সবচাইতে ভালো চিকিৎসকদের নাম, দেশ, প্রকৃতি ও যাবতীয় তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।